আইনের কথা

আইনে শিশু প্রসঙ্গ

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। সুতরাং কল্যাণকর জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশ, যেখানে নির্ঝঞ্ঝাট আর নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠবে শিশুরা। পরিবারে আর সামজে শান্তি-শৃঙ্খলা, স্নেহ-ভালবাসা এবং সমঝোতায় শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ যেখানে থাকবে উন্মুক্ত। শিশুদের জন্য এ ধরনের একটি পরিবেশ গঠনের মধ্য দিয়ে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

শিশু হিসেবে কাদের গণ্য করা হবে ?

সাধারণভাবে বয়সের তারতম্যের কারণে আমরা কাউকে শিশু, কাউকে যুবক, কাউকে বৃদ্ধ বলে থাকি। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে প্রতিটি মানব সন্তানই শিশু। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।

- বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়।
- চুক্তি আইনে বলা হয়েছে যে, ১৮ বছর বয়সের কম কোনো ব্যক্তি চুক্তি করতে পারে না। এই আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- শিশু (শ্রম নিবন্ধক) আইনে শিশু বলতে ১৫ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে বোঝায়। তবে এই আইনে ১৭ বছর পূর্ণ না হলে তাকে কাজে নেয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।

- নিম্নতম মজুরী আইনে ১৮ বছর পূর্ণ না হলে সে শিশু হিসাবে গণ্য হয়।
- খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের তালাক আইনে পুত্রের ১৬ বছর এবং কন্যার ১৩ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের নাবালক বলা হয়েছে।
- খনি আইনে ১৫ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়। শিশুকে খনিতে কাজে নেয়া যায় না।
- ১৯৩৯ সালের মটর গাড়ী আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের কোনো ব্যক্তিকে গাড়ী এবং ২০ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে বড় গাড়ী চালানোর অনুমতি দেয়া হয় না।

বাংলাদেশে শিশু স্বার্থ রক্ষায় কোন্ ধরনের আইন রয়েছে?

বাংলাদেশে শিশুর স্বার্থ রক্ষার্থে ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন(Children Act 1974) পাশ হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও) এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধিতেও শিশুদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন আইন রয়েছে। উল্লেখ্য শিশু আইন ১৯৭৪ একদিকে যেমন শিশু স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে পাশাপাশি অপরাধী শিশুদের জন্য নমনীয় ও সংশোধনমূলক বিচার ব্যবস্থারও বিধান প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশে আইনে শিশু স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অপরাধগুলো শাস্তিযোগ্য?

বাংলাদেশের শিশু আইনে উল্লেখ আছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি-

ক) তার অধিনস্ত শিশুকে আঘাত, দুর্ব্যবহার, অবহেলা, পরিত্যাগ বা অন্যকোনো অমানবিক নির্যাতন করে তবে সেই ব্যক্তিকে ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে।

খ. কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করলে সে ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিকে ১ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড দেয়া যাবে।

গ. মাতলামীর কারণে শিশুর যত্ন গ্রহণে অপারগ হলে সেই দোষী ব্যক্তিকে ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা যাবে।

ঘ. কোনো শিশুকে মদ বা জীবন হানিকর ঔষধ প্রদান করলে সেই অপরাধী ব্যক্তির ১ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা করা যাবে।

ঙ. কোনো শিশুকে পতিতালয়ে গমন বা বসবাসে উদ্বুদ্ধ করলে অপরাধীর ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ড হতে পারে।

চ. ১৬ বৎসরের কম বয়সী বালিকাকে অসৎ জীবন-যাপনে উৎসাহিত করলে অপরাধীর ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ড হতে পারে।

ছ. কোনো শিশুকে শ্রমে নিয়োগ করলে এবং তার উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে অপরাধীর ১ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা যেতে পারে।

শিশুদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করার বয়স ঃ-

একজন মানব সন্তানকে শিশু অপরাধী হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন বয়স সীমা বর্নিত আছে। এক্ষেতে ৭ বছরের কম বয়স যার সে একবারেই নিষ্পাপ শিশু। আইন অনুযায়ী সে কোনো অপরাধ করতে পারে না। বাংলাদেশ দন্ডবিধি মতে ৭ বছর থেকে ১২ বছরের মধ্যে যার বয়স সে যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে তখনই অপরাধী বলে গন্য করা যায় যখন দেখা যায় তার বুদ্ধি পরিণত হয়েছে।

রেলওয়ে আইনে যেকোনো বয়সের শিশুকে অপরাধী গণ্য করা যায়।

বাংলাদেশ শিশু আইনে শিশু অপরাধীদের কি ধরনের বিচারের বিধান আছে?

শিশু অপরাধীদের ক্ষেত্রে বিচার বা শাস্তি নমনীয় ও সংশোধনমূলক হয়ে থাকে। শিশুদের বিবেক, বুদ্ধি বা নৈতিকতাবোধ স্বভাবতই অপরিপক্ক থাকে। তাই শিশুদের দ্বারা সংঘটিত যে কোনো অপরাধ অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত: ঘটে বলে ধরা হয়ে থাকে। অপরাধী শিশুদের নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে সুনাগরিক হয়ে সমাজে বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য শিশু অপরাধীদের নমনীয় শাস্তি প্রদান ও সংশোধনীমূলক কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়।

অপরাধী শিশুদের বিচারের জন্য সরকার এক বা একাধিক জুভেনাইল (কিশোর) কোর্ট স্থাপন করে থাকে।প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ এই কোর্টগুলোর বিচারক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী অভিযুক্ত অপরাধীর জুভেনাইল কোর্টে তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধী শিশুকে নির্ধারিত সময়ের জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের আদেশ দেয়া হয়।

সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপরাধী শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচী থাকে যার মাধ্যমে চারিত্রিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করার প্রয়াস নেয়া হয়। বিভিন্ন মেয়াদে শিশুদের এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাখা হয়। গুরুতর অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন ২ বৎসর ও সর্বোচ্চ ১০ বৎসর পর্যন্ত সংশোধনীমূলক প্রতিষ্ঠানে শিশু অপরাধীদের রাখা হয়। যে কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য শিশু অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড, দ্বিপান্তর বা হাজত বাসের আদেশ দেয়া যাবে না। শিশু অপরাধীদের বিচার কার্য বা বন্দি অবস্থা কোনোভাবে বয়স্ক কয়েদীদের সাথে হবে না।

কোন্ ধরনের শিশুদের জুভেনাইল কোর্টে হাজির করা হয়?

শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত অবস্থায় শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে জুভেনাইল কোর্টে হাজির করানো হয়ে থাকে। যে সকল শিশু-

ক. বাসগৃহহীন বা আশ্রয়হীন বা জীবিকাহীন অথবা পিতা-মাতা বা অভিভাবকহীন।

খ. ভিক্ষা বৃত্তিতে নিয়োজিত।

গ. পিতা-মাতা বা অভিভাবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ার দরুন নিরাপত্তাহীন অবস্থানে পতিত হয়েছে বা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ জঘন্য অপরাধীদের সাথে চলাচলের দরুন বিপদগ্রস্থ।

ঘ. পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিষ্ঠুর আচরণের শিকার।

ঙ. পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে কোনো পতিতার গৃহে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার রক্ষায় আর কি কি বিধি বিধান রয়েছে?

ক. বাংলাদেশ সংবিধান : সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৭ তে বলা হয়েছে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। অনুচ্ছেদ-২৮ এ শিশুর স্বার্থে যে কোনো কল্যাণমুখী আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।
অনুচ্ছেদ- ৩৪ এ শিশুদের জবরদস্তিমূলক শ্রমে নিয়োগ বে-আইনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. বাংলাদেশ দণ্ডবিধি (১৮৬০) : দণ্ডবিধির ৮২ ধারা অনুযায়ী ৭ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধই অপরাধ বলে গন্য হবে না। ৮৩ ধারা অনুসারে ৭ বছরের বেশি এবং ১২ বছরের কম বয়সের শিশুর দ্বারা কৃত কোনো কিছুই অপরাধ বলে গণ্য হবে না যেক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের ব্যাপারে সে শিশুর বোধশক্তি এতদূর পরিপক্কতা লাভ করে নাই যে, সে স্বীয় আচরনের প্রকৃতি ও পরিণতি বিচার করতে পারে।
১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ২৬১ ধারা অনুসারে যদি কেউ কোনো ১৪ বৎসরের কম বয়সের কোনো ছেলে বা ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন মেয়েকে তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ছিনিয়ে নিয়ে যায় বা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায় তবে তা শিশু অপহরণ বলে গণ্য হবে।
দণ্ডবিধির ৩৬৪ (ক) ধারা অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি ১০ বৎসরের কম বয়সের কাউকে অপহরণ করে এবং তার উদ্দেশ্য থাকে তাকে খুন করা বা গুরুতর আঘাত করা বা দাসত্বে বাধ্য করা বা পাশবিক নির্যাতন করা তবে সেই ব্যক্তির শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হতে পারে।
দণ্ডবিধির ৩৭২ ধারা অনুসারে কোনো শিশুকে পতিতালয়ে বিক্রি করলে তার শাস্তি দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড হতে পারে।

গ. ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮) : ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৮ ধারাতে উল্লেখ আছে কোনো স্ত্রী তার বিবাহ সম্পর্কের ফলে বা বিবাহ সম্পর্কের বাইরে জন্ম নেয়া শিশুর মাসিক খোরপোষের জন্য (সন্তানের পিতার নিকট হতে) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, পারিবারিক আদালত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করতে পারে।

ঘ. দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮) : দেওয়ানী কার্যবিধির ৩২ নং আদেশের ১-৫ বিধি অনুযায়ী কোনো নাবালক তার পক্ষে কোনো ব্যক্তির দ্বারা মামলা দায়ের করতে পারে। উক্ত ব্যক্তিকে নাবালকের অভিভাবক হিসেবে গন্য করা যাবে। কোনো মামলার বিবাদী নাবালক হলে বাদীর আবেদনক্রমে নাবালকের একজন অভিভাবক নিয়োগ করা যাবে। নাবালকের কোনো অভিভাবক না পাওয়া গেলে আদালত তার কোনো কর্মচারী বা আইনজীবীকে নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করতে পারে। এসব অভিভাবককে কোর্ট গার্ডিয়ান বলা হয়।

ঙ. দি এমপ্লয়মেন্ট অব চিলড্রেন অ্যাক্ট ১৯৩৮-এ বর্ণিত আছে ১৫ বৎসরের নীচের কোনো শিশুকে শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না।

চ. কারখানা আইন ১৯৬৫-তে উল্লেখ আছে ১৫ বৎসরের নীচের কোনো শিশুকে শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না। এর চেয়ে বেশী বয়সী শিশুরা কাজ করতে পারবে তবে কর্ম ঘন্টা অবশ্যই ৫ ঘন্টার বেশি হবে না। এক্ষেত্রে শিশুর কার্যকাল সকাল ৭টা ও সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে হতে হবে। কর্ম এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হতে হবে। কর্মকালীন সময়ে শিশুদের বিশ্রাম ও বিনোদনের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

ছ. বিবাহ নিরোধ আইন ১৯৮৫ (সংশোধিত)-এ শিশু বিবাহ রোধে আইনের মাধ্যমে বিবাহের বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ বৎসর ও ছেলেদের জন্য ২১ বৎসর নির্ধারিত হয়েছে।

জ. সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় শিশু প্রসঙ্গ

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনায় নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৫ এর (খ) উপঅনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে জন্ম হোক না কেন সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬ এর (ক) উপানুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে।প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

ঝ. পারিবারিক আইনে শিশু প্রসঙ্গ:

মুসলিম পারিবারিক আইনঃ

অভিভাকত্ব:

শিশুর অভিভাবক বাবা। বাবার অবর্তমানে ভাই, দাদা বা অন্যরা হতে পারেন।

জিম্মাদার:

মা হলেন শিশুর জিম্মাদার। পুত্র সন্তানের বয়স ৭ বছর না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বয়:সন্ধি না ঘটা পর্যন্ত মা তাদের হেফাজতকারী বা জিম্মাদার থাকবেন।

ভরণপোষণ:

শিশু তার পিতা বা মাতা যার হেফাজতেই থাকুক না কেন সর্ব অবস্থায় শিশুর ভরণপোষনের দায়িত্ব শিশুর পিতার।

বাল্য বিবাহ:

১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের ৫ ধারা অনুসারে বাল্য বিবাহের শাস্তি হচ্ছে একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১ হাজার টাকা জরিমানা অথবা কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটোই একসাথে হতে পারে। যিনি শিশুর বিয়ে দেয়ার আদেশ দেন অথবা অনুমতি প্রদান করেন তিনি শাস্তি ভোগ করবেন এবং যারা উক্ত বিয়ে সম্পাদনের কাজে সহায়তা করে ও জড়িত থাকে তারাও শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

হিন্দু পারিবারিক আইনঃ

নাবালকত্ব:

প্রাচীন হিন্দু আইনে কোনো ব্যক্তির ভালোমন্দ বুঝবার বয়স হলেই তাকে সাবালক গন্য করা হতো। এ নিয়মে, দায়ভাগা মতে একজনের বয়স ১৫ এবং মিতাক্ষরা মতে ১৬ বছর হলে সাবালক হয়। তবে ১৮৭৫ সালের "ভারতীয় সাবালকত্ব আইন" পাশ হওয়ার পর থেকে কোনো নারী বা পুরুষ ১৮ বৎসর পূর্ণ হলে সাবালক হয়। এ আইন বাংলাদেশেও প্রযোজ্য।

অভিভাবকত্ব:

হিন্দু আইনে অভিভাবকত্ব তিন প্রকার:
ক. স্বাভাবিক অভিভাবক
খ. বাবা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক
গ. গার্ডিয়ান এন্ড ওয়ার্ডস এ্যাক্ট অনুযায়ী আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক।

এ তিন প্রকারের অভিভাবক ছাড়াও আর এক প্রকারের অভিভাবক দেখা যায়, যাদের বলা যায় কার্যত অভিভাবক। বাবা এবং বাবার অভাব বা অনুপস্থিতিতে মা নাবালকের শরীর ও সম্পত্তির আইনগত অভিভাবক। বাবা জীবদ্দশায় উইল করে অন্য কোনো ব্যক্তিকে নাবালকের নিকটবর্তী আত্মীয়দের মধ্য থেকে এক জনকে নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করতে পারেন। আদালত কর্তৃক কোনো অভিভাবক নিযুক্ত হলেও, নাবালকের বয়স ২১ বৎসর হলে সে সাবালক হয়ে যায় এবং তখন তার কোনো অভিভাবক প্রয়োজন হয় না।

ভরণপোষণ:

একজন হিন্দুর কোনো সম্পত্তি না থাকলেও সে তার নাবালক সন্তানের ভরণপোষণ করতে আইনত বাধ্য।

খ্রীষ্টান পারিবারিক আইনঃ

খ্রীষ্টান ডির্ভোস এ্যাক্ট অনুযায়ী ১৬ বছরের নীচে ছেলেকে এবং ১৩ বছরের নীচে মেয়েকে শিশু হিসেবে গন্য করা হয়। যে কোনো বিয়ে বিচ্ছেদ বা জুডিশিয়াল সেপারেশনের সময় আদালত নাবালকের অভিভাবকত্ব নির্ধারন করতে পারেন। এ ব্যাপারে আদালতের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্ধারনের ক্ষেত্রে আদালতের প্রধান বিবেচ্য বিষয় সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যান বা মঙ্গল অর্থাৎ পিতা বা মাতা কার কাছে থাকলে সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন হবে সেটি বিবেচনা করা।

ভরণপোষণ

কোনো খ্রীষ্টান দম্পতির বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর সন্তানের ভরণপোষণের প্রশ্নটিও আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। সন্তানের কল্যানের কথা বিবেচনা করে আদালত নির্ধারণ করবে কে কি পরিমান ভরণপোষণ সন্তানকে দেবে। কোন দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন সময়েও আদালত সন্তানের জিম্মাদরিত্ব (Custody), ভরণপোষণ, শিক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করবে। সন্তানের ভরণপোষণের ব্যাপারটির মূলত: আদালতের সুবিবেচনার ওপরই নির্ভরশীল। তবে যেহেতু খ্রীষ্টান ধর্ম মতে পিতাই সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক তাই সন্তানের ভরণপোষনের দায়িত্ব মূলত পিতারই (ধারা ৪১,৪২,৪৩,৪৪ ডির্ভোস এ্যাক্ট ১৮৬৯)। কোড অব ক্যানন ল এর ১২৫৪ ধারাতেও ভরণপোষণ সংক্রান্ত নীতিমালায় বলা হয়েছে। তবে ক্যানন ‘ল’ অনুসারে সন্তানের ভরণপোষনের দায়িত্ব ও পরিমান নির্ধারন করবে চার্চ।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ হলো জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত শিশু অধিকার সম্পর্কিত নীতিমালার সমষ্টি যেখানে শিশুদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে প্রয়োজনীয় চাহিদা বা অধিকারগুলোকে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষন করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে এ সনদ গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে শিশুদের সম্পর্কে কি উল্লেখ আছে?

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪টি ধারা রয়েছে। এর ৪১টি ধারাতে শিশুদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাকী ১৩টি ধারাতে অধিকারগুলো সংরক্ষন ও বাস্তবায়নে জাতীয় ও

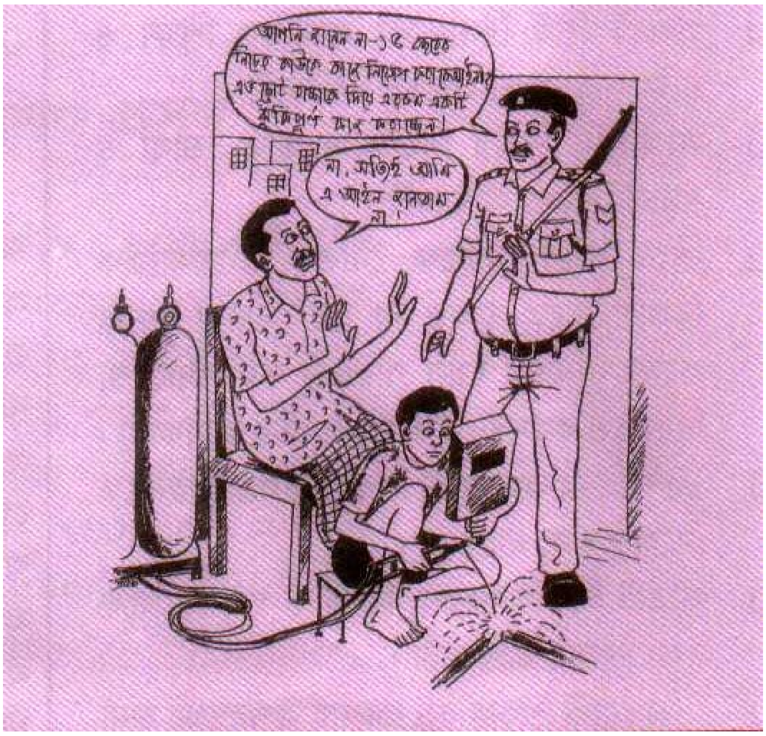

আন্তর্জাতিক ভূমিকার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অধিকারগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেয়া হলো:

- o ১৮ বছরের নীচের প্রতিটি মানব সন্তানই শিশু। তবে ভৌগলিক অবস্থানভেদে বিভিন্ন দেশে শিশুর বয়সসীমা বিভিন্ন হতে পারে।
- o ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি শিশু মর্যাদায় ও অধিকারে সমান।
- o প্রতিটি শিশুর বিকাশের জন্য পিতামাতা ও পারিবারিক সাহচর্যে থাকার অধিকারী।
- o শিশুর অধিকার রক্ষায় শিশুর সর্বত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচ্য।
- o প্রতিটি শিশু নাম ও জাতীয়তা লাভের অধিকারী।
- o কোন শিশু বা তার পিতামাতা পারিবারিক পূর্ণমিলনের উদ্দেশ্যে যে কোন দেশ ত্যাগ করার ও নিজেদের দেশে প্রবেশ করার অধিকারী।
- o প্রতিটি শিশু স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত মতামত প্রকাশের ও তথ্য লাভের অধিকারী।
- o প্রতিটি শিশু বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা লাভের অধিকারী।
- o শিশুরা সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারী।
- o প্রতিটি শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা, পরিবার, আবাস ও পত্র যোগাযোগের অধিকারী।
- o প্রতিটি শিশু 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র' উপভোগের অধিকারী।
- o প্রতিটি শিশু অত্যাচার, অবহেলা, শোষণ থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকারী।
- o পিতামাতা বা অভিভাবকহীন শিশু দত্তক ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ণবাসন লাভের অধিকারী।
- o শরণার্থী, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং সংখ্যালঘু শিশুদের অন্যান্য শিশুদের মত সমান অধিকার রয়েছে।
- o প্রতিটি শিশু সুন্দর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ লাভের অধিকারী।
- o প্রতিটি শিশু সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।
- o প্রতিটি শিশু মাদকদ্রব্য সেবন ও যৌন অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকার অধিকারী।
- o প্রতিটি শিশু বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের অধিকারী।
- o সংখ্যালঘু শিশুর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মচর্চা করার অধিকারী।
- o শিশুর স্বাস্থ্য, আত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশ যাতে ব্যহত না হয় সেজন্য শিশুর কর্মের ন্যূনতম বয়স পরিচ্ছন্ন কর্ম পরিবেশ, নির্ধারিত কর্মঘন্টা ইত্যাদি লাভের অধিকারী।
- o ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুকে সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ করা যাবে না।
- o প্রতিটি শিশু অপহরণ, বিক্রি বা পাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকারী।
- o অপরাধী শিশুরা বড় ধরনের অপরাধের জন্য মৃতুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা যেকোনো

বড় ধরনের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকার অধিকারী।

০ প্রতিটি শিশুর বিশ্রাম, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের অধিকার রয়েছে।

শিশু অধিকারগুলো চারটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে:

ক. বেঁচে থাকার অধিকার: খাদ্য, পুষ্টি, প্রতিপালন, যত্ন, স্বাস্থ্য সেবা, আশ্রয়সহ জীবনযাপনের পর্যাপ্ত মান ইত্যাদি।

খ. উন্নয়নের অধিকার: নাম, পরিচয়, জাতীয়তা, শিক্ষা, সু-স্বাস্থ্য, বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।

গ. অংশগ্রহনের অধিকার: মতামত ধারণ ও প্রকাশ সংঘবদ্ধ হওয়া।

ঘ. নিরাপত্তা লাভের অধিকার: মানসিক ও শারীরিক নিপীড়ন ও নির্যাতন, বৈষম্য ও অবহেলা থেকে রক্ষা, শিশুর গোপনীয়তা এবং পরিবার ও বাস্তুহারা শিশুদের রক্ষা।